দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 4 JAN 2003
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

নবম ঢাকা বইমেলা

ইংরেজী নববর্ষের প্রথম দিনে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত নবম ঢাকা বইমেলা শুরু হয়েছে। শেরেবাংলা নগরের প্যারেড গ্রাউন্ড কোয়ারে এই মেলার উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী যে ভাষণ দেন তা অত্যন্ত উদ্দীপনাময়। দেশবাসীকে তিনি আহ্বান করেছেন বই কিনতে, বই পড়তে এবং প্রিয়জনকে বই উপহার দিতে। বলেছেন চলতি বছরটিকে 'গ্রন্থাগার বর্ষ' হিসাবে পালন করতে, গ্রামে গ্রামে এবং পাড়ায় পাড়ায় গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে। জাতির জন্য এ সময়ে তাঁর উপরোক্ত আহ্বানের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দেশে ইতোমধ্যেই বইমেলা আয়োজনে একটি বিরাট ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে। অমর একুশ স্মরণে ও উপলক্ষে আয়োজিত হয় বাংলা একাডেমীর বইমেলা। সে মেলারও বেশি বাকি নেই। কারণ ফেব্রুয়ারি সমাগত। এই জানুয়ারি শেষ হলেই চলে আসবে অমর একুশের স্মৃতিবিজড়িত সেই মাসটি। একুশের বইমেলার পর আরেকটি বইমেলা বেশ কয়েক বছর ধরে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেশে। সেটি এই ঢাকা বইমেলা। এবার সেই মেলার নবম আয়োজন। 'সমৃদ্ধির জন্য বই' শীর্ষক এই বইমেলার আয়োজক জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। এ মেলা চলবে পক্ষকাল ধরে। জানা গেছে, এবারের বইমেলায় বিদেশের পাঁচটিসহ ১৫১টি স্টল সাজিয়েছে তাদের পসরা।

যে কোন বইমেলা আমাদের জীবনে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় এই কারণে যে, ঐ মেলায় যে পণ্যটি লোকজন গিয়ে পায় সেটি দাম দিয়ে কিনলেও সত্যিকার অর্থেই সেটি অমূল্য। এই বই আমাদের সমৃদ্ধ করতে পারে, সংস্কৃতিবান, রুচিশীল করতে পারে, সত্যিকার অর্থে শিক্ষিত করে তুলতে পারে। যেসব দেশ শিক্ষিত দেশ হিসাবে পরিগণিত, সেসব দেশে বইপত্রের কারবার খুবই ব্যাপক। বহুসংখ্যক জ্ঞানবিজ্ঞানের বই সেসব দেশে প্রকাশিত হয় এবং সেসব সহজে সুলভে মানুষ কিনে পড়ার সুযোগ পায়। সেসব দেশে নানা বিষয়ভিত্তিক বড় বড় লাইব্রেরীও আছে, মানুষ সেগুলো ব্যবহার করে সমৃদ্ধ হয়। আমাদের দেশে এখনও অশিক্ষার অন্ধকার দূর হয়নি পুরোপুরি। তবে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটছে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিবছর শত শত ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শিখে বের হচ্ছে। এসব শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে চাই বাইরের বই-জ্ঞানবিজ্ঞানের বই। মানুষ যাতে সস্তায় সহজে হাতের কাছে নানা বিষয়ের বইপত্র পায়, সেটি নিশ্চিত করা জরুরী। আমাদের এসব বইমেলা সেই লক্ষ্য পূরণে অনেকখানি সহায়ক, সন্দেহ নেই। জ্ঞানের চর্চার জন্যই আমাদের প্রয়োজন গ্রন্থাগার অর্থাৎ পাঠাগার। এবারের ঢাকা বইমেলা উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২০০৩ সালকে গ্রন্থাগার বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করে পাড়ায় পাড়ায় গ্রন্থাগার আন্দোলনকে পৌঁছে দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন–এ আহ্বান গুরুত্বপূর্ণ নিঃসন্দেহে। পাঠাগার হচ্ছে এমন এক জায়গা যেখানে রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।' একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে বিশ্বজুড়ে চলছে জ্ঞানের আদানপ্রদানের জোরালো প্রবাহ। আমাদের নবীন প্রজন্মকে এই প্রবাহের সঙ্গে পরিচিত করানোর একটি বড় পন্থা-লাইব্রেরী।

দেশের বিভিন্ন স্থানে, পাড়ায় পাড়ায়, রাজধানী নগরীর মহল্লায় মহল্লায় লাইব্রেরী দরকার। জ্ঞানচর্চার জন্য দরকার লাইব্রেরী, তরুণ সমাজের সামনে যাতে কোন হতাশা বা অনৈতিকতার অন্ধকার দেখা দিতে না পারে, সে জন্য দরকার জ্ঞানের আলো, আর তাই দরকার তাদের সবার হাতের কাছে লাইব্রেরী। সে জন্য লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার কাজটিকে একটি আন্দোলনে রূপ দেয়া দরকার।

সরকারকে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে আরও উদ্যমের সঙ্গে এবং লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কেউ এগিয়ে এলে তাঁদেরও সর্ববিধ সহায়তা করতে হবে। আমাদের প্রয়োজন আরও লাইব্রেরী, আরও বই, জ্ঞানবিজ্ঞানের বই, সহজে হাতের কাছে বই। সমৃদ্ধ, সংস্কৃতিবান মানুষ গড়তে এর বিকল্প নেই।

নবম ঢাকা বইমেলা সফল হোক।